بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১০ সেপ্টেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের মিডল্যান্ড্সের সদস্যবৃন্দ

সমাজের তরুণ প্রজন্মের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী একগুচ্ছ সমস্যার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করলেন হুযূর আকদাস

৫ সেপ্টেম্বর ২০২১, যুক্তরাজ্যের মিড্ল্যান্ড্সের (মধ্যাঞ্চল) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) সদস্যদের মধ্য থেকে ১৬ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছাত্রদের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস (যুক্তরাজ্যের) টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ৬০ জন ছাত্র বার্মিংহামের দারুল বারাকাত মসজিদ থেকে এ সভায় যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়ে কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ ধর্ম ও সমসাময়িক সমস্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসকে বেশ কিছু প্রশ্ন করার সুযোগ পান।

ছাত্রদের একজন হুযূর আকদাসকে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য হিসেবে তাঁর স্মরণীয় একটি ঘটনা বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"খোদ্দামুল আহমদীয়ায় কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে স্মরণীয়। যখন তুমি বৃদ্ধ হবে, তুমি তোমার তরুণ বয়সের প্রতিটি মুহূর্তকে স্মরণ করতে শুরু করবে। আমার স্মরণ আছে যখন আমরা ইজতেমার আয়োজন করতাম,

তা হতো খোলা আকাশের নিচে এবং আমরা আমাদের নিজেদের তাবু নির্মাণ করতাম। সেগুলো এমন যথাযথভাবে প্রস্তুত তাবু হত না, যেমনটি আজকাল তোমরা এখানে ইউরোপে অথবা অন্যান্য স্থানে পেয়ে থাকো; বরং, এর স্থলে, আমরা আমাদের বিছানার চাদর ব্যবহার করতাম। সুতরাং, যখন বৃষ্টি হতো, বৃষ্টির পানি তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করতো; কেননা, তা পানিরোধী (ওয়াটারপ্রুফ) ছিল না। আর তাই, সেই দিনগুলো আমাদের জন্য স্মরণীয় ছিল; এবং আমরা সেই ক্যাম্পিংকে উপভোগ করতাম।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এটি ছিল স্রেফ খোলা মাঠে কাজ চালানোর মতো একটি ব্যবস্থা। (রাবওয়ায়) এমনকি ইজতেমার মূল মার্কিটিও (বড় তাবু) এখানকার মতো পানিরোধী হতো না। যদি বৃষ্টি হতো, তাহলে ভালো ভেজাই ভিজতে হতো! সুতরাং, এভাবেই আমরা আমাদের দিনগুলোকে উপভোগ করতাম। ইজতেমাস্থলেই খাবার রান্না হতো, আর আমরা আমাদের বালতিতে করে আমাদের খাবার সংগ্রহ করতাম। ১০ জন করে এক-একটি দল এক-একটি তাবুতে বাস করতো। এমনই ছিল সেই দিনগুলো যা আমার কাছে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।"

প্রশ্নকারীদের একজন উল্লেখ করেন যে, হুযূর আকদাস সৈয়দ তালে আহমদ-এর জীবনের ওপর যে জুমুআর খুতবা দিয়েছেন তা তাদেরকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে; আর তিনি প্রশ্ন করেন যে, কীভাবে তার পক্ষেও সৈয়দ তালে আহমদের মত হয়ে হুযূর আকদাস এর প্রিয়পাত্র হওয়া সম্ভব।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা করো। আর যদি তুমি আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনর চেষ্টা করতে থাকো, তাহলে তুমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যাদেরকে খলীফাতুল মসীহ্ ভালোবাসেন। এটি অর্জনের জন্য, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-কে বলেছেন, তিনি যেন মানুষদেরকে বলে দেন যে, 'বলো, 'যদি তুমি আল্লাহ্কে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো: তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালোবাসবেন।' এখানে 'আমার অনুসরণ করো' এর অর্থ হলো মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করা। সুতরাং, তোমার জানার চেষ্টা করা উচিত যে, মহানবী (সা.) কী বলেছেন আর তার কাজকর্ম কেমন ছিল, তিনি কোন্ বিষয়গুলোর অনুশীলন করতেন, আর কী কী আদেশ দিয়ে গেছেন, আর পবিত্র কুরআন একজন প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য কী কী বলে। সুতরাং, যখন তুমি আল্লাহ্র ভালোবাসা অর্জন করবে, তখন তোমাকে খলীফাতুল মসীহ্ ভালোবাসবেন, এমনকি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকলে তোমাকে

ভালোবাসবেন। সুতরাং, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণের চেষ্টা করো এবং আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা অর্জনের চেষ্টা করো।"

আরেকজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, পাকিস্তান দেশটিতে কোনদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা; কেননা, এর জনগণ আহমদীদেরকে নৃশংসভাবে নিপীড়ন করে চলেছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি পাকিস্তানি উলামা বা তথাকথিত মোল্লারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করে, তাহলে পাকিস্তানে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না; যতদিন না এবং যদি না তারা ভালো আচরণ করে, উত্তম নৈতিকতার অনুশীলন করে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে মানবিক আচরণের জন্য সচেষ্ট হয়। যদি তারা অমানবিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে, পাকিস্তানে কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আমরা ১৯৫৩ সাল থেকে এটা দেখে আসছি, যখন আহমদীদের বিরুদ্ধে অনেক হইচই এবং আন্দোলন ছিল। ১৯৫৩ সালে আহমদীদেরকে শহীদ করা হয়েছিল। কিন্তু, একই সাথে পাকিস্তানী আহমদীদের পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে তাদের মর্যাদা ধারণ করার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু, এখন ১৯৭০ এর দশকের সংবিধান সংশোধনীর পর এবং জিয়াউল হকের অধিকতর সংশোধনীর পর, আহমদীদেরকে এমনকি নিজেদের সন্তানদের নাম মুসলমানদের মতো রাখার ওপর বাধা দেওয়া হয়েছে এবং এ থেকে বিরত করা হয়েছে। আহমদীরা 'বিসমিল্লাহ্' বলতে পারেন না, আর 'আস্সালামু আলাইকুম' বলতে পারেন না। আর এরপর, তারা আহমদীদের বিরুদ্ধে আইনকে আরো জোরদার করেছে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"যদি আপনি পাকিস্তানের ইতিহাসের দিকে তাকান, যখন থেকে (আহমদীদের ওপর) নিপীড়ন শুরু হয়েছে, দেশে কোন শান্তি নেই। যখনই কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক সরকার আসে, তারা ভয়ে কাঁপতে থাকে আর (দেশের) নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে না। নিজেদের নাগরিকদের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মোল্লারা সবকিছু তাদের নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে। ... যতদিন তারা অনুতপ্ত না হবে, আমার মনে হয় না পাকিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আসবে।"

ঈদুল আযহিয়া উপলক্ষ্যে কুরবানীর পশু জবাই করা প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন করা হয়। ছাত্রটির প্রশ্ন ছিল, কোন পশু জবাই করার পরিবর্তে, কেউ কি দরিদ্রকে অর্থ অনুদান দিতে পারেন?

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"আমাদের কি আমাদের নিজস্ব শরীয়ত ও সুন্নাহ্‌র প্রচলন করা উচিত, নাকি মহানবী (সা.) যা করতেন তার অনুসরণ করা উচিত? তিনি সাধারণত ভেড়া কুরবানী করতেন। বিশ্বে এমন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ রয়েছেন যাদের মাংস খাওয়ার সুযোগ হয় না। এখানে ইউরোপে তোমাদের পক্ষে এটি অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যারা এখানে ইউরোপে অথবা পশ্চিমা দেশগুলোতে বা ধনী দেশগুলোতে বাস করেন, তারা তাদের (ঈদের) পশু কুরবানী সেসব এলাকায় করতে পারেন যেখানে দারিদ্র্য বেশি।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"একবার যখন আমি একজনকে আফ্রিকার কোন এক গ্রামে কিছু ছাগল কুরবানী করার জন্য বলি, তখন আমি পরবর্তীতে যারা মাংস পেয়েছিল তাদের কাছে এই প্রতিক্রিয়া পাই যে, 'আমরা তিন বা চার বছর পরে মাংস দেখলাম এবং মাংস খেলাম!' ... যদি তোমার যথেষ্ট অর্থ থাকে, তাহলে তোমার ঈদুল আযহিয়ার কুরবানীর পরও তুমি গরীবদেরকে অর্থ সদকা করতে পারো। ... কিন্তু ঈদের জন্য, তোমাকে মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করতে হবে।"

একজন ছাত্র উল্লেখ করেন যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাকে যুগের প্রকৃত ইমাম হিসেবে গ্রহণ করবে; আর তাই, হুযূর আকদাসের কাছে তার প্রশ্ন, সেই সময় কখন আসার সম্ভাবনা রয়েছে?

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, মূসায়ী মসীহ্‌কে (বৃহৎ পরিসরে) গ্রহণ করতে প্রায় ৩০০ বছর বা ততোধিক সময় লেগেছিল — যখন রোম-সম্রাট খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, তোমরা দেখবে যে, ৩০০ বছর অতিবাহিত হবে না, যার পূর্বে পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে সত্যিকার ইসলাম রূপে গ্রহণ করবে।"

ভবিষ্যদ্বাণীটির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কিন্তু, এসব কিছু আমাদের আমল এবং কর্মের ওপর নির্ভরশীল; আমরা আমাদের আমল ও কর্মে সঠিক পথে আছি কিনা; আমরা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ অনুসরণ করছি কিনা; আমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করছি কিনা; যদি আমরা প্রকৃত মুসলমান হয়ে যাই, এটি সেই সময়ের পূর্বেই সংঘটিত হতে পারে। ... সুতরাং, তুমি এর জন্য কী করছো? নিজের দিকে দৃষ্টি দাও। আমার নিজের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত এবং দেখা উচিত যে, আমরা সারা পৃথিবীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তথা প্রকৃত ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে কী করছি। যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশে আমাদের আমল ও কর্ম যথাযথ মানের হয়, এবং মানবজাতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব যদি পরিপূর্ণভাবে পালিত হয়, তাহলে সেই সময়ের পূর্বেই আমরা এ লক্ষ্য অর্জন করবো।"